Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমরা কিরূপ দ্বীনের দাঈ হবো

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা তুজ জোহরা

রোলঃ 23090120686

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমরা কিরূপ দ্বীনের দাঈ হবো

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা তুজ জোহরা

রোলঃ 23090120686

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আমরা কিরূপ দ্বীনের দাঈ হবো " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতেমা তুজ জোহরা, আইডিঃ 23090120686 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আমরা কিরূপ দ্বীনের দাঈ হবো " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাতেমা তুজ জোহরা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ফাতেমা তুজ জোহরা

আইডিঃ 23090120686

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

প্রথম অধ্যায়: ইসলামী দা'ওয়াহ এর পরিচয় 6

দ্বিতীয় অধ্যায়: দাঈ এর পরিচয় 11

তৃতীয় অধ্যায়: একজন আদর্শ দা'য়ীর গুনাবলী 14

চতুর্থ অধ্যায়: দাওয়াত দেওয়ার কৌশল সমূহ 23

পঞ্চম অধ্যায়: একজন দা'য়ীর দায়িত্ব ও কর্তব্য 31

ষষ্ঠ অধ্যায়: নবী ও রাসুলগণের দাওয়াত 36

সপ্তম অধ্যায়: দা'য়ী হিসাবে নারীদের ভূমিকা 39

অষ্টম অধ্যায়: দাওয়াতী কাজের চ্যালেঞ্জ ও তার সমাধান 43

উপসংহার 44

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার জন্য, যিনি সারাজাহানের সৃষ্টিকর্তা মালিক। দুরূদ ও সালাম সেই মহান নবী স. এর উপর যিনি সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দা'ঈ বা আলাহর পথে দা'ওয়াত দানকারী হিসাবে অভিহিত।

আল কুরআনের ভাষ্য মতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক এ সৃষ্টি জগতকে এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, বরং এর পিছনে রয়েছে এক মহান উদ্দেশ্য। আর তা হলো, একমাত্র তাঁর 'ইবাদত বন্দেগী করা'। অতঃপর সে উদ্দেশ্যে তার সৃষ্টি জগতের মাঝেই এক নিপুণ পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেছেন জ্বীন ও মানব জাতিকে। আর তাদেরকে তিনি দিয়েছেন স্বাধীনতা। এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাঁর ইবাদত করে, আর কে তা অস্বীকার করে। কে তাঁর আনুগত্য করে তাঁর দেয়া শরী'য়ত মেনে চলে, আর কে তা মেনে চলে না। যে তাঁর আদেশ মেনে চলবে, সে পুরস্কৃত হবে, আর যে তা অমান্য করবে, সে পাবে কঠিন শাস্তি। তবে তিনি মানব জাতিকে শুধু সৃজন করেই ছেড়ে দেননি। বরং ভাল-মন্দ বুঝার জন্য তাদের হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী ও রসুল এবং হাদি। যেন মানুষ এ অভিযোগ না করে বসে যে, তাদেরকে সতর্ক করা হয়নি বা তাদেবকে সঠিক পথ দেখানো হয় নি।

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس علي
الله حجة بعد الرسل"

,অর্থাৎ সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছিযাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে"(সূরা নিসা: ১৬৫)।

সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা. কে আল্লাহ পাক দিয়েছেন জীবন-বিধান আল কুরআন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ গ্রন্থের বিধি-বিধান যে পন্থায় বাস্তবায়ন করেছেন তাই সুন্নাহ। সুতরাং কোরআন সুন্নাহর সম্মিলিত ধারায় দ্বীন প্রচারের যে পদ্ধতি অনুসৃত, তার মাধ্যমেই এসেছিল সফলতা, ঘটেছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিস্ময়কর বিপ্লব।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর প্রতি যুগেই দাঈগণ দা'ওয়াতের সে পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, মুসলমানগণ ক্ষণে ক্ষণে সে নিরাপদ সহজ সরল পদ্ধতি থেকে যখনই বিচ্যুত হয়েছে তখনই দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে দলাদলি ও মতবিরোধ, যা আজকের বিশ্বেও দৃশ্যমান। উম্মাহর এ অবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ দাওয়াতি পদ্ধতিতে কুরআন-হাদিসের দিক নির্দেশনা সমূহ যথাযথ অনুসরণ না করা।

যারা ইসলামী দাওয়াতে কাজ করছেন, ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত আছেন বা আধুনিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী এই গবেষণাটি তাদের জন্য সহায়ক হিসেবে কাজে আসবে বলে মনে করি। মহান আল্লাহর কাছে কামনা যে,তিনি যেন আমাদেরকে ভালো কাজের দাঈ বানিয়ে দেন এবং মন্দ কাজের বাধা

প্রদানকারী বানান। তিনি যেন মুসলিম জাতির মধ্যে তৈরি করেন সঠিক পথপ্রাপ্ত, উত্তম, সৎ ও চরিত্রবান নেতা- যারা দেশে ইসলামী নীতির আলোকে ফয়সালা করবেন এবং হক ও হিসাব প্রতিষ্ঠা করবেন।

প্রথম অধ্যায়: ইসলামী দা'ওয়াহ এর পরিচয়

দা'ওয়াহ শব্দের অর্থ

দা'ওয়াহ শব্দটি 'আরবী دعوة (দা'ওয়াতুন) যার আভিধানিক অর্থ আহবান, নিমন্ত্রণ, প্রার্থনা, দু'আ, ডাকা, সাহায্য কামনা, মুকাদ্দামা ইত্যাদি। দা'ওয়াতের আর একটি অর্থ হলো কাউকে কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে আনুপ্রাণিত করা, উৎসাহিত করা, প্ররোচিত করা। যেমন আল কুরআনে এসেছে -

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه"

তিনি (অর্থাৎ ইউসুফ) বলেন, হে আমার প্রভু! তারা আমাকে যে উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করেছে, তার চেয়ে কয়েদখানা আমার জন্য শ্রেয়" (সুরা ইউসুফ: ৩৩)।

পরিভাষিক অর্থে শুধু আহবান জানানো কে দা'ওয়াহ বলা হয় না। বরং এর অর্থ আরো ব্যাপক। যে আহবানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিগত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই দা'ওয়াহ। আরেকটু গুছিয়ে বলতে গেলে,"যে আহ্বানে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞান সম্মত ও শিল্প সঞ্জাত উপায়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করা, মেনে নেয়া এবং তাদের বাস্তব জীবনে চর্চার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পদ্ধতিগত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই দা'ওয়াহ"।

ইসলামী দা'ওয়াহর সংজ্ঞা

আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক দৃঢ় করে, তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য অর্জনে, এ সৃষ্টি জগত বা প্রকৃতি আবাদ করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে মানব সমাজকে কল্যাণ ও মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার নীতিতে যে কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাই ইসলামী দা'ওয়াহ। সুতরাং সংক্ষেপে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে দাওয়াত হলে তাকে বলা হবে ইসলামী দাওয়াহ। ইসলামী দাওয়াতের সংজ্ঞা প্রদানে মুসলিম পণ্ডিতগণ বিভিন্ন রূপে মন্তব্য রেখেছেন।কারো মতে এটা ওয়াজ নসিহত, কারো মতে শুধু তাবলীগ ও মেহনত, কারো মতে আন্দোলন বা ইকামতে দ্বীন, কারো মতে আমরু বিল মারুফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার তথা সৎকাজ ও সুকৃতির আদেশ করা এবং অসৎ ও দুষ্কৃতির

বাধা নিষেধ করা ইত্যাদি। কিন্তু প্রসঙ্গত বলতে গেলে বলা যায়, ইসলামী দাওয়াহ বিষয়টির ধারণা আরও ব্যাপক। ওয়াজ নসিহাত কিংবা তাবলীগ বা প্রচার-প্রচারণা, নতুবা সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ইত্যাদি নামে দা'ওয়াহকে সীমিত করা যথাযথ নয়। যদিও এসবকটি কাজ ইসলামী দাওয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত। দাওয়াহ বিষয়ে যারা লেখালেখি করেছেন তাদের পক্ষ থেকে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা রয়েছে যাতে ইসলামী দাওয়াহর এ ধরনের ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়।

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ আহমদ গলূশ ইসলামী দাওয়াতের সংজ্ঞায় বলেছেন,

"মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যগত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার অপর নাম ইসলামী দাওয়াহ"।

বাচনিক যথা আলাপ আলোচনা, ওয়াজ নসিহত, কথোপকথন, বক্তৃতা, দরস আর কার্যগত তথা দায়ী (বা দাওয়াত দানকারী) কর্তৃক চারিত্রিক তথা আচরণগত নমুনা পেশ, আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য চর্চা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সমাজসেবা, সংগঠন, জিহাদ, লেখালেখি ইত্যাদি এগুলোর মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অন্যকে পৌঁছানো বা অনুপ্রাণিত করানো হলো দা'ওয়াহ।

ড. হুসাঈন আল-আসলালের ভাষায়,

" মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষে দ্বীন ইসলাম কর্তৃক আনীত সকল কল্যাণময় বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ বিষয় হতে বিরত রাখার কাজে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সকল কর্ম তৎপরতার নাম ইসলামী দাওয়াহ"।

ড. রউফ শালাবী এতে আরো ব্যাপক ধারণা পেশ করেছেন। তার মতে-

"দাওয়াহ হল, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। যার দ্বারা মানব সমাজকে কুফুরী অবস্থা হতে ঈমানী অবস্থায়, অন্ধকার হতে আলোতে এবং জীবনের সংকীর্ণতা হতে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়"।

এর মর্ম হলো এ রূপান্তরিত অবস্থায় আদিবাসীগন তাদের পূর্ববর্তী বিশ্বাস পরিবর্তন করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আখেরাত তথা গোটা ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করবে। সমগ্র সমাজটি অন্ধকার হতে আলোতে রূপান্তরিত হবে। মানুষ খুঁজে পাবে তাদের জীবন চলার সঠিক পথ। সাথে সাথে বৈষয়িক একক বস্তুবাদীতা থেকে জীবনের কল্যাণ লাভ করবে, সাফল্য অর্জন করবে।

বস্তুত যেকোনো দা'ওয়াতী কার্যক্রমে চারটি উপাদান অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়। সেগুলো হলো

ক. দা'য়ী তথা দাওয়াত দানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি কর্তৃক উদ্যোগ যিনি বা যাদের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ সম্পাদন করা হবে তবে এক্ষেত্রে সুঅভিজ্ঞ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

খ. বিষবস্তুয় বা যেদিকে দা'ওয়াত দেওয়া হয়।
গ. পদ্ধতি বা যে পন্থায় দাওয়াত দিতে হবে, যাতে পরিকল্পনা, উপস্থাপন কৌশলাদি ও যথাযথ মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
ঘ. মাদ'উ তথা আহুত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে দা'ওয়াত দেওয়া হবে।

ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতি ও পরিধি

এ দাওয়াহ সারা জাহানের রব আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থান,কাল,পাত্র ভেদে সমগ্র মানবজাতির জন্য দাওয়াহ। যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসুল পাঠিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে স্বীয় করুনায় হেদায়েতের ব্যবস্থা করেছেন। তারা সকলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াহ নিয়ে এসে, সে আল্লাহর দিকেই মানব সমাজকে দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া হেদায়েতকে তারা তাদের জীবনে পূর্ণাঙ্গভাবে গ্রহণ করার দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন। তাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মেনে নিয়ে তার দেওয়া জীবন বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করতে হবে। এটাই ইসলামিক দাওয়াতের মূলকথা। আল কুরআনে এসেছে

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَي اللهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

"আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগূতকে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কারো উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণতি কীরূপ হয়েছে।"(সূরা নাহল: ৩৬)

সুতরাং ইসলামী দাওয়াহ মানব সভ্যতার মতোই প্রাচীন, চিরন্তন ও শাশ্বত। এটা ফিতরাতী দাওয়াহ। তথা মানব স্বভাবসুলভ নিয়মকানুন বা সুন্নাহ পালনের দাওয়াহ। সেই ফিতরাত, যে সত্যকে সত্য হিসেবে শ্রদ্ধা করে এবং মেনে নিতে মানব সমাজে সদা তাড়না দেয়। সত্য চেতনা বা মানব স্বভাব ও ফিতরাত যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন তার কার্যকারিতা বহমান থাকে। এজন্য আল কুরআনে এসেছে

فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজ“ে কে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর, যে দ্বীন হল আল্লাহর ফিতরাতযার উপর মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি কর্মে কোন পরিবর্তন নেই” (সূরা রূম: ৩০)

এ ফিতরাতী তাওহীদের দা'ওয়াত নিয়ে যুগে যুগে যত নবী এসেছেন, তাদের মাঝে সর্বশেষ ও মহান নেতা হলেন, হযরত মুহাম্মদ (স.)। যার উপর অবতীর্ণ হয় আল কুরআন আল্লাহর কালাম। এ পবিত্র ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনে সেই মহানবীকে দা'ঈ, মানব কল্যাণের

শুভ সংবাদদাতা এবং মন্দ কাজের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ককারী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। তাঁকে অভিহিত করা হয় সারা বিশ্ব জগতের রহমত স্বরূপ তথা মুক্তির বাণীবাহক হিসেবে। তাঁর এ মুক্তির ডাক বা আহবান কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকে। তিনি শেষনবী। তার পর আর কোন নবী আসবেন না। তার উম্মত বা অনুসারীগণই ঐ দা'ওয়াতের কাজ আঞ্জাম দিবেন। আর এতে তাঁদেরও কল্যাণ এবং মুক্তি নিহিত রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وأولئك هم المفلحون"

তোমাদের এমন দল হবে যারা কল্যাণের দিকে (মানুষকে) আহবান করবে। সৎ কাজের আদেশ করবে, আর অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর এরাই মুলত সফলকাম।" (সূরা আল 'ইমরান : ১০৪)

তাই ইসলামের সামান্য বিষয় হলেও, তা অন্যের পৌছিয়ে দেয়া, জানানো সকলের উপর ফরজ। এ জন্য মহানবী (স.) বিদায়ী শেষ ভাষণে বলেছিলেন:

"بلغوا عني ولو آية"

একটি আয়াত হলেও, তা আমার পক্ষ থেকে (অন্যের নিকট) পৌছে দাও"।

সংক্ষেপে, এ দা'ওয়াতের লক্ষ্য হলো- জীবন, জগত ও আল্লাহ সর্ম্পকে আকীদা- বিশ্বাস, জীবন চলার সহজ সরল পথ ও পদ্ধতির দিকে হেদায়েত দান করা। যাতে তারা সঠিক পথ অবলম্বন করে ইহ্ ও পরলোকিক জীবনে শান্তি -কল্যাণ ও সফলতা লাভ করবে। এ মর্মে আল্লাহ্ পাক বলেন :

এ গ্রন্থ আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানব জাতিকে তাদের"প্রভুর অনুমতিক্রমেই অন্ধকার হতে আলোতে বের করে আনতে পারেন এবং (এ বের করে আনাটা) সেই পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসনীয় (সূরা ইবরাহীম : ১)। অতএব এ দা'ওয়াতী কাজ আল্লাহরই অনুমোদন ক্রমে যা আল-কুরআনেই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ কাজ ও দা'ওয়াহ উভয়টাই সকলের জন্য উন্মুক্ত। একাজ করতে যেমন কোন ব্যক্তি, সংস্থা কিংবা মানবীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন নেই, তেমনি তা সারা বিশ্ববাসীর জন্য প্রযোজ্য। এতে আরব অনারব, প্রাচ্য বা প্রাশ্চাত্য কোন ভেদাভেদ নেই। কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানব গোষ্ঠীর জন্য এ দা'ওয়াত প্রযোজ্য। আল কুরআনে এসেছে:

আপনাকে সমগ্র মানবের প্রতি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি" (সূরা সাবা:২৮)।

সুতরাং এ- দা'ওয়াতের লক্ষ্য মহৎ ও কল্যাণকর। বরং কাউকে এ দা'ওয়াত দান মানে তাকে অনুগ্রহ করা । এজন্যও দা'ওয়াত দানকারীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। যা আল্লাহ্ কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, বলা হয়েছে:

তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানব কল্যাণের জন্যই।"তোমরা মানুষকে সৎকাজে নির্দেশ দিবে, আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে" (সূরা আল- 'ইমরান : ১১০)।

ইসলামী দাওয়াতের শ্রেণীবিন্যাস

যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে সে দিক দিয়ে দাওয়াত দুই প্রকার

ক. আদ-দা'ওয়াতুল খুসুসিয়া

খাস দাওয়াত বা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে টার্গেট করে দাওয়াত। পরস্পরে কথোপকথন, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে দাওয়াত। এতে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে সম্বোধন করতে হয় না। অনেক সময় এটা কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই হয়। যেমন হঠাৎ সাক্ষাতে কথাবার্তার সময়, বৈঠকে বা ভ্রমণ করতে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার সময় ব্যক্তিগতভাবে এর সুযোগ আসে। আর এ দাওয়াত কোন ব্যক্তির উদ্যোগেও হতে পারে, আবার ব্যক্তি সমষ্টি বা জামাতের মাধ্যমে হতে পারে, যদি সে দাওয়াত শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে টার্গেট করে পরিচালিত হয়ে থাকে।

খ. আদ-দা'ওয়াতুল 'আমমা

অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত দাওয়াত। ওয়াজ নসিহত, বক্তৃতা, লেখালেখি, রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়: দাঈ এর পরিচয়

দা'ওয়াত দানকারী বা দাঈর সংজ্ঞা

যিনি দাওয়াত দেন তাকে আরবি ভাষায় বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যথা দ্বাঈ (আহ্বায়ক), মুবাল্লিক (প্রচারক), মুরশিদ (পদপ্রদর্শক), ওয়ায়েজ(ওয়াজ নসিহত কারী), হাদি ইত্যাদি। কুরআন হাদিসের জ্ঞান চর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিবর্গ সাধারণত দাওয়াতি কর্ম তৎপরতায় সরাসরি জড়িত। মোটকথা যারা আল্লাহর মনোনীত দ্বীন- জীবন ব্যবস্থা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সর্বদা আত্মনিয়োগ করেন তিনি দাঈ।। ত্যাগ তিতিক্ষা কম হোক আর বেশিই হোক তারা সকলেই ইসলামের দাঈ। তারা ব্যক্তি হতে পারেন কিংবা ব্যক্তি সমষ্টি ও হতে পারেন। আবার হতে পারেন ইসলামী চিন্তাবিদ রাষ্ট্রনায়ক, মন্ত্রী আইন বিশেষজ্ঞ ফকিহ, শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী কলকারখানার শ্রমিক, যদি তারা ইসলামিক দা'ওয়াতে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামের দাঈকে যুগে যুগে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। আল্লাহর নবুওয়াত লাভকারী আম্বিয়া ও রাসুলগণও দাঈ কিন্তু তাদের নামকরণ করা হয় নবী ও রাসূল হিসেবে। আল্লাহপাক প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঈ হিসেবে সম্মোধন করেছেন,

"হে নবী, আপনাকে আল্লাহর অনুমোদনেই দায়ী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে প্রেরণ করেছি। "(সূরা আহযাব: ৪৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক আল্লাহর রাস্তায় কর্মরতদের দা'য়ী হিসেবে নাম দিয়েছেন

"তোমরা আল্লাহর দা'য়ীদের আহ্বানে সাড়া দাও "(সূরা আহক্বফ: ৩১)।

যেকোনো দাওয়াতী কাজ দায়ী ছাড়া সম্ভব নয়। দাওয়াতি সফলতায় একজন দাঈ মৌলিক ভূমিকা পালন করে।

আমরা কেন দ্বীনের দা'য়ী হবো

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের সামাজিক জীবন যেমন অনাচার, পাপাচার, দুর্নীতি, কুসংস্কার, অরাজকতা, ঘৃণ্য আচার-অনুষ্ঠান এবং নিন্দনীয় কার্যকলাপে পরিপূর্ণ ছিল, তেমনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাও আমাদেরকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের সেই বর্বর সমাজচিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটনের জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানবতার মুক্তির দূত হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি এসে মানব সমাজকে আল্লাহর নির্দেশিত পথের দিকে আহবান করেন এবং জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশা থেকে মানুষকে রক্ষা করেন।আল্লাহ বলেন,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ -

'যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের নিকটে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনান। আর যিনি তোমাদের পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেন, যা তোমরা জানতে না' (সূরা বাক্বারাহ: ১৫১)।

দাওয়াত দানের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন

‘ -وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ,

তুমি তোমার পালনকর্তার দিকে (মানুষকে) আহবান করো। আর তুমি অবশ্যই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না' (সূরা ক্বাছাছ :৮৭)।

তিনি আরো বলেন,قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا

‘ -أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

হে নবী বলুন! এটিই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর পথে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে (সুস্পষ্ট দলীল সহকারে)। আল্লাহ মহা পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' (সূরা ইউসুফ: ১০৮)।

মহানবী (সা.)-এর অবর্তমানে দাওয়াতের এই গুরুভার তাঁর উম্মতের উপর অর্পিত হয়েছে। সেকারণ এ মহান দায়িত্বে অবহেলা করা চলবে না, বরং তা পালন করতে হবে যথাযথভাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ ,

‘তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ দেখলে সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি এটা তার দ্বারা সম্ভব না হয়, তাহ'লে মুখ দ্বারা বাধা দিবে, তাও সম্ভব না হ'লে অন্তর দ্বারা (তাকে ঘৃণা করবে)। আর এটাই হ'ল দুর্বলতম ঈমান'। (মুসলিম হা/৪৯)

দ্বীনের দা'য়ী বা ইসলামের আহ্বানকারী হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর আদেশ পালন করা এবং মানবজাতির কল্যাণে কাজ করা। এর প্রধান কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- আল্লাহর আদেশ পালন: পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। দা'ওয়াত হলো এই আদেশের সরাসরি বাস্তবায়ন।
- সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহর অংশ হওয়া: কোরআনে এই উম্মাহকে "শ্রেষ্ঠ উম্মাহ" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে, কারণ তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। দা'য়ী হিসেবে এই পরিচয়ের অংশ হওয়া যায়।

- নবী-রাসূলদের উত্তরাধিকার: সব নবী-রাসূলই মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন। একজন দা'য়ী হিসেবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয় এবং তাদের কাজের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়।
- মানবতার সেবা: ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনে শান্তি ও সাফল্য নিশ্চিত করে। মানুষকে ইসলামের পথে ডাকা বা দা'ওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে মূলত তাদের অকল্যাণ ও জাহান্নামের পথ থেকে রক্ষা করে কল্যাণের পথে আহ্বান করা হয়।
- সমাজ সংস্কার: দা'ওয়াতের মাধ্যমে সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা হয়, যা একটি সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ গঠনে অপরিহার্য।
- দায়বদ্ধতা ও মুক্তি: প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর একটি নির্দিষ্ট দায়বদ্ধতা রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে জবাবদিহিতা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

সংক্ষেপে, দ্বীনের দা'য়ী হওয়া ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে।

তৃতীয় অধ্যায়: একজন আদর্শ দা'য়ীর গুনাবলী

একজন আদর্শ দা'য়ীর গুণাবলি হলো জ্ঞান, ধৈর্য, সত্যবাদিতা, একনিষ্ঠতা, আল্লাহ-সৃষ্টিকুল-এর প্রতি ভালোবাসা এবং চারিত্রিক ত্রুটিমুক্ত থাকা। একজন আদর্শ দা'য়ী কোরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন, দ্বীনের দাওয়াতের ব্যাপারে নিজের বিশ্বাসের উপর অবিচল থাকেন, এবং নিজের আচরণে সংযম ও ধৈর্য প্রদর্শন করেন।

দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীগণের কাজ। আর নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম-এর পরে তাঁদের সেই কাজগুলো বর্তমানে ইসলামের দাঈগণ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। একজন দাঈকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী হতে হবে। নিচে সংক্ষেপে তাদের গুণাবলি আলোচনা করা হলো।

(১) যেদিকে আহ্বান করবে, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা : দাওয়াতের বিষয়ে ঈমানের দৃঢ়তার উপর তার ফলাফল নির্ভরশীল। বিশ্বাস যত গভীর হবে, ফলাফল তত ভালো হবে। বিশ্বাস যত দুর্বল হবে, ফলাফল তত কম হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ‘হে ইয়াহইয়া! এ কিতাব (তাওরাত)-কে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করুন’ (মারইয়াম, ১৯/১২)।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ‘সুতরাং তা শক্ত করে ধরুন এবং আপনার কওমকে নির্দেশ দিন, যেন তারা গ্রহণ করে এর উত্তম বিষয়গুলো’ (আল-আ‘রাফ, ৭/১৪৫)।

(২) যার দিকে আহ্বান করছে, তার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক থাকা : একজন দাঈর সাহায্য পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তা প্রমাণিত হবে দুটি জিনিসের মাধ্যমে। যথা—

(ক) দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিয়্যতের বিশুদ্ধতা : একজন দাঈ তার কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। দুনিয়াবী কোনো উপকার আশা করবে না। ইখলাছের বিন্দু পরিমাণ কমতির কারণে উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে ফলাফল নষ্ট হয়ে যাবে।

(খ) আল্লাহর ভালোবাসা : যখন একজন দাঈ বেশি বেশি নফল ইবাদত, যিকির-আযকারে মশগূল থাকবে, অপছন্দনীয় বিষয় পরিহার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করবে, তখন আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালোবাসবেন।

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো অলীর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। সর্বাধিক প্রিয় জিনিস, যার মাধ্যমে বান্দা আমার

নৈকট্য লাভ করে তা হলো, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এমনকি অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে; আমি তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা প্রদান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোনো কাজ করতে চাইলে তা করতে কোনো দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে; সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দেওয়া অপছন্দ করি'। (ছহীহ বুখারী, হা/৬৫০২)

(৩) যেদিকে আহ্বান করবে সে বিষয়ে জ্ঞান ও বিচক্ষণতা থাকা : সেই প্রকৃত আহলুল ইলম, যে দাওয়াতী কর্মকাণ্ডকে তার জ্ঞানের ও বিচক্ষণতার সাথে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। এ ধরনের কাজ জাহেলের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ,

বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' (আয-যুমার, ৩৯/৯)।

(৪) ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং চলার পথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা : ঐ দাঈর কোনো ভালো ফলাফল আশা করা যায় না, যে ইলম অনুযায়ী আমল করে না এবং চলার পথে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে না। আল্লাহর বাণী,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো' (আছ-ছফ, ৬১/২)।

আমল থেকে ইলমকে পৃথক করার দুনিয়াবী প্রভাব : যদি দাঈ নিজে আমল না করে, তাহলে যাদের আহ্বান করা হয় তারা বলবে, তার কথা যদি উপকারী হয়, তাহলে সে নিজে কেন আমল করে না। তখন তার ডাকে কেউ সাড়া দিবে না। অথচ তার আমল যদি ইলম অনুযায়ী হতো,তাহলে আহ্বান ছাড়াই অনেক মানুষ তার অনুকরণ করত। কেননা মুখের কথার চেয়ে বাস্তব অবস্থার কথা বেশি উপকারী।

(৫) পরিপূর্ণ সচেতনতা : একজন দাঈকে তিনটি বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। তা হলো—

(ক) যুগের চাহিদা অনুযায়ী দাওয়াতের বাস্তবতা।

(খ) তার আশেপাশের আহূত ব্যক্তির অবস্থা।

(গ) দাঈর নিজের অবস্থা এবং যে পরিস্থিতি তাকে বেষ্টন করে রেখেছে তার অবস্থা।

(৬) কর্মপদ্ধতিতে প্রজ্ঞা অবলম্বন : একজন দাঈকে তার কর্মকাণ্ডে অবশ্যই প্রজ্ঞাবান হতে হবে। অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী সর্বোত্তম পদ্ধতিতে যথাস্থানে প্রয়োগ করার নামই প্রজ্ঞা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ,

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন’ (আল-বাক্বারা, ২/২৬৯)।

(৭) উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া : দাঈর জন্য উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। আল্লাহ তাআলা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্রের ব্যাপারে বলেন

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ,

নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী’ (আল-ক্বালাম, ৬৮/৪)।

(৮) মুমিনদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা : একজন দাঈ অবশ্যই সমস্ত মুসলিমের প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করবেন। দাঈ তার বাহ্যিক অবস্থার প্রতি নির্ভর করবে এবং গোপন বিষয়গুলো আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন

‘ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ,

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো, নিশ্চয়ই কিছু ধারণা পাপ’ (আল-হুজুরাত, ৪৯/১২)।

(৯) মানুষের নিকট থেকে তাদের দোষত্রুটি গোপন করা

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

‘ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ,

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির দোষ গোপন করবে, মহান আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন দুনিয়াতে ও আখিরাতে’। (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯)

(১০) ভালো-মন্দ অবস্থা বিবেচনা করে মানুষের সাথে মেশা :

দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যক বিষয় হলো মানুষদের কল্যাণের পথে আহ্বান করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে তাদের সঙ্গে মেশা। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন

الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ, عَلَى أَذَاهُمْ ‘

যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মিশে এবং তাদের থেকে পাওয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে, সে উত্তম ঐ মুমিনের চেয়ে যে মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের থেকে পাওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণও করে না’। (ইবনু মাজাহ, হা/৪০৩২)

তবে মেলামেশার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন

‘ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ,

যখন আপনি দেখবেন সেসব লোককে, যারা আমার আয়াত নিয়ে সমালোচনা করছে, তখন আপনি তাদের থেকে সরে পড়ুন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়’ (আল-আনআম, ৬/৬৮)।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বর্ণনা অনুযায়ী বনী ইসরাঈলের মাঝে সর্বপ্রথম যে ঘাটতি প্রবেশ করে, তা হলো তাদের আলেমদের নিয়ন্ত্রণহীনভাবে খারাপ লোকদের সাথে মেশা। এটা তো স্পষ্ট বিষয় যে, একজন ডাক্তার যখন কোনো রোগীর চিকিৎসা করেন, তখন তিনি রোগের জীবাণু থেকে নিজেকে সর্তকতার সাথে সংরক্ষণ করেন। আর তা না হলে চিকিৎসক নিজেই রোগে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন।

(১১) মানুষদেরকে যথাযথ মর্যাদা দান এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মানের স্বীকৃতি প্রদান :

হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

‘ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না’।(তিরমিযী, হা/১৯১৯)

সুতরাং একজন দাঈর জন্য আবশ্যক হলো, তিনি মানুষের মান-মর্যাদা ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন এবং মানুষদেরকে যথাযথ স্থানে স্থান দিবেন। কারণ মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সম্মানের স্বীকৃতি শুধু মর্যাদাবান ব্যক্তিরা দিতে পারেন।

(১২) অন্য দাঈদের সাথে সুন্দর আচরণ করা, পরস্পর পরামর্শ করা ও কল্যাণ কামনা করা :

আল্লাহ তাআলার বাণী,

‘ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

'তোমরা তাক্বওয়া এবং ভালো কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো’ (আল-মায়েদা, ৫/২)।

এই আদব রক্ষা করলে দাঈদের পারস্পরিক ভালোবাসা গভীর হবে, তাদের নিজেদের অকল্যাণগুলো দূরীভূত হবে এবং প্রত্যেকেই নিজ মতের ওপর সন্তুষ্ট থাকার মতো ধ্বংসাত্মক সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

(১৩) আত্মসমালোচনা

চরিত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে আত্মসমালোচনা একটি কার্যকর উপায়। মানুষকে সঠিক পথ ও সংশোধনের রাস্তা দেখাতে আত্মসমালোচনার ভূমিকা অনন্য। আত্মসমালোচনা করলে নিজের ভুল ধরা পড়ে এবং পরবর্তী সময় সে ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক কাজটি করতে পারে। যে ব্যক্তি নিজের দোষ-ত্রুটি, অন্যায় নিজে বিচার করে, সে কখনো আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতার শিকার হতে পারে না। নিজের গুনাহের কথা যে চিন্তা ও হিসাব করে সে ব্যক্তি সহজে

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারে। আত্মসমালোচনার গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ- وَاتَّقُوا اللهَ- إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখুক, আগামীকালের জন্য সে কী (পুণ্য কাজ) অগ্রিম পাঠিয়েছে। (সূরা হাশর, আয়াত-১৮)

সমকালীন দাঈদের মধ্যে আত্মসমালোচনার প্রবণতা নেই বললেই চলে। বরং অধিকাংশকেই পরনিন্দা চর্চা করতে দেখা যায়। এর ফলে দাঈদের চারিত্রিক ত্রুটি দূর হচ্ছে না। ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে, দাঈদের পরনিন্দার প্রবণতায় ভয়াবহ সামাজিক বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে এবং কলহে রুপ নিচ্ছে দাঈদের পারস্পরিক বিদ্বেষ।

(১৪) গীবত চর্চা না করা

ইসলামী শরীআতে গীবত বা পরনিন্দা করা অবৈধ। আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

-আর তোমরা একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে ভালোবাসবে? বস্তুত তোমরা নিজেরাই তা অপছন্দ করে থাকো। (সূরা হুজরাত, আয়াত-১২)

গীবত করাকে আল-কুরআনে নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং গীবত খুবই অপছন্দনীয় কাজ। সুস্থ বিবেকবান কোনো মানুষেই এরূপ কাজ পছন্দ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলাও গীবত করা পছন্দ করেন না।

পবিত্র হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গিবতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত কিভাবে ব্যভিচারের চাইতেও মারাত্মক অপরাধ হয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তাওবা করলে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ মাফ করেন না যতক্ষণ না যার গীবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি মাফ করবে। (বায়হাকী)

(১৫) সততা অবলম্বন এবং বানোয়াট বক্তব্য পরিহার করা

দাঈ বিশ্বস্ত হবেন। যে কোনো তথ্য ও লেনদেনে মানুষ তার ওপর আস্থা রাখবে। তিনি তার ব্যক্তি জীবনে যেমনিভাবে সততা অবলম্বন করবেন, অনুরূপভাবে দাওয়াতের ক্ষেত্রেও সততা অবলম্বন করবেন। মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বা নিজ দলের প্রচারণার স্বার্থে বানোয়াট

কোনো বক্তৃতা প্রদান করবে না। মহান আল্লাহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সততা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

-হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। (সূরা আহযাব, আয়াত-৭০)

হাদীস বর্ণনা, কুরআনের তাফসীর করা, ফিকহী মাসআলা আলোচনাসহ সকল ক্ষেত্রেই সততা অবলম্বন করতে হবে। কুরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করা যাবে না, বরং সাহাবী, তাবিঈ বিখ্যাত ইমাম ও পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বর্তমান সময়ের উপযোগী করে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

(১৬) বোধগম্যতার জন্য শ্রোতাদের অবস্থা বিবেচনা করা

দাঈ নিজের পান্ডিত্য বা গভীরতা প্রকাশের জন্য সবার কাছে একই রকম প্রচার চালাবে না। বরং মানুষের গ্রহণ করার ক্ষমতা বিবেচনা করবেন। যারা জ্ঞানী তাদের নিকট দার্শনিক তত্ত্ব বা জ্ঞান আলোচনা করবেন। পক্ষান্তরে, কম শিক্ষিতদের সামনে তুলনামূলক সহজ বিষয়, সহজভাবে আলোচনা করবেন। হযরত আয়িশা (রা.) বলেছেন ;

امر رسول الله صلى الله عليه وسلمَ ان ننزل الناس منازلهم-

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, আমরা যেন মানুষকে যথাযথ মর্যাদার স্থানে রাখি। (ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা)

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, দাওয়াহ গ্রহণে আগ্রহী তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ লোককে দাওয়াহ গ্রহণে অনাগ্রহী তুলনামূলক বেশি গুরুত্বপূর্ণ লোককে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বরং আগ্রহী লোকই বেশি গুরুত্ব পাবে। তাকে কোনোক্রমেই অবজ্ঞা বা অবহেলা করা যাবে না। কাজেই ব্যক্তির অবস্থান ও যোগ্যতা অনুসারে তার উপযুক্ত ভাষা ও পদ্ধতিতে তার নিকট দাওয়াহ উপস্থাপন করতে হবে।

(১৭)ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালনে অভ্যস্ত হওয়া

ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ থাকতে হবে দাঈর নিজের ব্যক্তি জীবনে। তারা তাদের জীবন পরিচালনা করবেন কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক। দাঈগণ তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল সৎ গুণের অনুশীলন করবেন এবং অন্যায় আচরণ থেকে দূরে থাকবেন। দাঈগণ লোক দেখানো বা সামাজিকতার জন্য দ্বীন পালন করতে পারে না। ইসলামের বিধি-বিধান পালন করাকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানাতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে কথা ও কাজে মিল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন।

বলেছেন, "তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দাও এবং তোমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর। তাহলে কি তোমরা বুঝো না?" (সূরা বাকারা, আয়াত-৪৪)

(১৮) অশ্লীল, অশোভন ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা

দাওয়াতের ক্ষেত্রে অশোভন, অপ্রাসঙ্গিক ও অনর্থক কথা বর্জন জরুরী। অপ্রাসঙ্গিক, অনর্থক কথার কারণে অনেক সময়ই মূল বক্তব্য হারিয়ে যায়। শ্রোতা এতে করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যে কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আলী (যাইনুল আবেদীন) ইবনুল হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اِنَّ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكَهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ

-কোনো ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো অর্থহীন কথা বা কাজ ত্যাগ করা। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৩১৮)

বর্তমান সময়ের অনেক আলোচককে বক্তব্যের মাঝে অশ্লীল বাক্য, সিনেমার গান ও ডায়লগ ইত্যাদি ব্যবহার করতে দেখে যায়। কেউ কেউ যৌন ইঙ্গিতমূলক গল্প-কৌতুকও বলে থাকেন। এর কোনোটাই ইসলাম সমর্থন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিন কখনো দোষারোপকারী, অভিশাপদাতা, অশ্লীলভাষী ও গালাগালকারী হয় না। (তিরমিযী, হাদীস নং ২০৪৩)

(২০)মার্জিত শব্দ ব্যবহার করা

দাওয়াতের ক্ষেত্রে দাঈর ভাষাগত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে দাঈর উচিত মাতৃভাষায় মার্জিত শব্দে সুস্পষ্ট ও সহজভাবে দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপন করা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধীরে-সুস্থে উপদেশ দিতেন। এতই ধীরে যে, ইচ্ছে করলে কেউ তাঁর প্রতিটি কথা গণনা করতে পারতেন (সহীহ বুখারী)। কুরআনে বক্তৃতা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কথা বলার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হযরত লুকমান (আ) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়েছেন,

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ

-কথা বল নিচুস্বরে। জেনে রেখ, নিশ্চয় গাধার কণ্ঠই সবচেয়ে অপ্রিয়। (সূরা লুকমান, আয়াত-১৯)

(২১)পরমত সহিষ্ণুতা ও আন্তধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখা

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মু'মিনদের গুণাবলি বর্ণনা করে বলেন, "যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৩৪)

অসহিষ্ণুতা সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি বিনষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ। একটা সমাজে নানা ধর্ম, চিন্তা ও মতের মানুষের বসবাস। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ ধর্ম, চিন্তা ও মতকে সঠিক ও সর্বোত্তম বলে মনে করে। এক্ষেত্রে সকল দাঈর কর্তব্য ভিন্ন মত বা ধর্মাবলম্বী মানুষের

প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভতিশীল থাকা। এমনকি তাদের পক্ষ থেকে ইসলাম প্রচারে বিরোধিতা করা হলেও সহিষ্ণু আচরণ করা।

(২২)তাকওয়া ও ইখলাস

দাওয়াতী কাজে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তাকওয়া ও ইখলাস। ইসলামে এ বিষয় দুটি এতটাই গুরুত্ব বহন করে যে, এগুলো ব্যতীত মানুষের কোনো ভাল কাজই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কবূল হয় না। সহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিয়ত অনুযায়ী সমস্ত কাজের ফলাফল হবে। প্রত্যেকেই যে উদ্দেশ্যে কাজ করবে সে তাই পাবে।" (বুখারী, হাদীস নং ০১)

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল দ্বীনকে কেবল তারই জন্য নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়িম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই সঠিক দ্বীন।" (সূরা বায়্যিনাহ, আয়াত-৫)

উপরে উল্লিখিত হাদীস ও আয়াতসমূহে একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সকল কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত ইখলাস ও জাগতিক স্বার্থ তথা ব্যক্তি স্বার্থ, দলীয় স্বার্থ কিংবা অন্য কোনো স্বার্থ পরিহার ব্যতীত যতই দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা হোক না কেন, এতে সফল্য আসার সম্ভাবনা নেই। আর বর্তমানে অগ্রিম টাকা নিয়ে, দর কষাকষি করে অধিক অর্থ উপার্জনের যে মহোৎসব চলছে এর দ্বারা টাকা পয়সা রোজগার এবং আলীশান জীবন যাপন ছাড়া প্রকৃত ইসলাম প্রচারের কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

(২৩) ত্যাগের মানসিকতা

ইসলামের প্রচার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ত্যাগ ও কুরবানী ছাড়া এ কাজে সফল হওয়া যায় না। নবীগণের (আ.) জীবনীতে আমরা এর উদাহরণ পাই। পবিত্র কুরআনে নূহ (আ.) এর কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

"তিনি (নূহ) বলেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করেছি। কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।" (সূরা নূহ, আয়াত-৫)

এ আয়াতগুলোই প্রমাণ করে হযরত নূহ (আ.) ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে দিন-রাত মানুষের কাছে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করেছেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতী জীবনও ছিল অনেক ত্যাগ ও কুরবানীর। ভোগ-বিলাসের লেশ মাত্রও ছিল না তাঁর দাওয়াতী জীবনে। ভোগ নয় ত্যাগই ছিল তাঁর জীবনের মহান আদর্শ। মক্কায় তাঁর দাওয়াতী মিশনকে থামিয়ে দেয়ার জন্য যখন কাফিরদের সকল কৌশল ব্যর্থ হয়েছিল তখন মক্কার কুরাইশরা অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে তাঁকে ফিরাতে চেষ্টা করল। রাসূল (সা.) পরিষ্কার করে তাদের জানিয়ে দিলেন, "চাচাজান,

আল্লাহর শপথ! যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তবুও শাশ^ত এ মহা সত্য প্রচার সংক্রান্ত আমার কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হব না। এ মহামহিম কার্যে হয় আল্লাহ আমাকে জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু আমি কখনই এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না।"(সফিউর রহমান মোবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ১২১)

(২৪) ধৈর্য ও অবিচলতা

যেকোনো কাজে সাফল্য লাভের অন্যতম শর্ত ধৈর্য ও অবিচলতা। প্রত্যেক দাঈর জন্য ধৈর্যশীল হওয়া অপরিহার্য। কোনো কওমই এক বাক্যে তাওহীদের মূলনীতি গ্রহণ করেনি। বরং বিরোধিতা করেছে। ইসলামের পক্ষে দাওয়াত দানকারীকে নানাভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। দাওয়াতী কাজে বিপদাপদ আসা নতুন কোনো বিষয় নয়। নূহ (আ.) থেকেই শুরু হয়েছে এর ইতিহাস। সালিহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), মূসা (আ.), শুআয়ব (আ.), ইলিয়াস (আ.), ঈসা (আ.) এবং শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলেই যুলম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং ধৈর্যধারণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে সে সকল নবীগণের ধৈর্যের ইতিহাস বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন: "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে,যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থা আসেনি ? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল এবং তাঁর সঙ্গে ঈমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ! অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটে।" (সূরা বাকারা, আয়াত-২১৪)

বর্তমান যুগের দাঈদেরও নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদেরও নবী-রাসূলগণের ন্যায় ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। তবেই প্রকৃত দ্বীন প্রচারে সাফল্য আসবে।

(২৫) বিনয় ও নম্রতা

সচ্চরিত্রভূক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি বিনয় ও নম্রতা। ইসলাম মানুষকে বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিনয় অবলম্বন করতেন। দাওয়াতের অন্যতম কৌশল দাওয়াতী কার্যক্রমে বিনয় অবলম্বন করা। কুরআনের একাধিক আয়াতে বিনয় অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

-(হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন। তা না হয়ে আপনি যদি তাদের প্রতি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়তো। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। (পরামর্শ

শেষে) আপনি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হলে আল্লাহর উপর ভরসা করুন। যারা (আল্লাহর উপর) ভরসা রাখে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৫৯)

চতুর্থ অধ্যায়: দাওয়াত দেওয়ার কৌশল সমূহ

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নবী হিসাবে প্রেরিত হলেন, তখন তিনি নিজে আমল করেই সন্তুষ্ট হননি; বরং অন্যকে আমল করানো বা জানানোও তার উপর দায়িত্ব এসে গেল। কিন্তু সে সময় কোন অনুকূল পরিবেশ ছিল না। অনেক বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে অন্যকে জানানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ গোপনে ও একজন একজনের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেন। দাওয়াতী কাজ নবী-রাসূলগণ নিজ থেকেই করতেন এমন নয়; বরং এ কাজের জন্যই তাদের প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ দাওয়াতী কাজ তাদের উপর ফরয ছিল। মহান আল্লাহ বলেন

وَ لَقَدۡ بَعَثۡنَا فِیۡ کُلِّ اُمَّۃٍ رَّسُوۡلًا اَنِ اعۡبُدُوا اللّٰہَ وَ اجۡتَنِبُواالطَّاغُوۡت ,

ٍ ‘আমরা প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি এই ফরমান দিয়ে যে, তারা নির্দেশ দিবে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত থাক’ (সূরা আন-নাহল : ৩৬)। পবিত্র অহীর এ নির্দেশকে সামনে রেখেই পৃথিবীর সব নবী-রাসূলই দাওয়াতী কাজে আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় আমরাও বাদ পড়ব না। সেই নির্দেশ আমাদের উপরও একইভাবে প্রযোজ্য। তাই আধুনিক যুগে পূর্বের পদ্ধতি থেকে শিক্ষা নিয়ে সময় উপযোগী পদ্ধতি বা কৌশল কাজে লাগিয়ে মানুষের কাছে তাওহীদের দাওয়াত উপস্থাপন করতে হবে। তবে কোন একটি কৌশলের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। একটি পদ্ধতিতে সুফল না পেলে অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানুষ যখন দাওয়াত গ্রহণ করার মানসিক সিদ্ধান্ত নেয় ঠিক তখনই দাওয়াত দেয়া উচিত। এজন্য প্রয়োজন সম্ভবপর মানুষের অবস্থা বুঝা। আমরা দেখেছি ‘ইসলামে কোন্ কাজটি উত্তম’ এমন প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন হল-কেন? উত্তর হল- রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রশ্নকারীর মন বা অবস্থা বুঝে উত্তর দিয়েছেন। নিম্নে আধুনিক যুগে দাওয়াতী কাজের কিছু পদ্ধতি ও কৌশল পেশ করা হল :

১.ব্যক্তিগত দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যক্তিগত দাওয়াত দিয়ে বেশ সফলতা পেয়েছিলেন। যেমন সর্বপ্রথম দাওয়াত দিলেন খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে, ওয়ারাকা বিন নওফেলকে দাওয়াত দিলেন এবং সে দাওয়াত তারা গ্রহণও করেছিলেন।

প্রথম দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইসলামের প্রথম খলীফা আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি ইসলামের ছায়াতলে আসার পর বসে না থেকে ইসলামের বাণী মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর কাজ শুরু করেন। যা ব্যক্তিগত দাওয়াতী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য দেখা যায় যে, আবুবকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দাওয়াতে ‘আশারা মুবাশশারা তথা জান্নাতের সনদপ্রাপ্ত ১০জন ছাহাবীর অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওছমান ইবনু আফফান, সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ, ত্বালহা ইবনু ওবাইদুল্লাহ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। যদিও তারা সবাই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিন্তু দাওয়াত দিয়েছেন আবুবকর।(ইমাম বায়হাক্বী, দালাইল নবুওয়াহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৫)। সুতরাং দাওয়াতের কৌশল হিসাবে ব্যক্তিগত দাওয়াতের প্রভাব অনেক সুদূরপ্রসারী।

২.সামষ্টিক দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আক্বাবার শপথ সহ যে দাওয়াতী কাজ করেছিলেন তা ছিল সামষ্টিক দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে ছিলেন মাত্র ৬ জন, অতঃপর ১২ জন পরে ছিলেন ৭৫ জন। একাকী দাওয়াতী কাজ করে গেলেও যখন

‘ وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَکَ الْاَقْرَبِيْنَ

আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন’ (সূরা আশ-শু‘আরা : ২১৪) আয়াত নাযিল হল, তখন তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দেবেন বলে মনস্থির করলেন। মক্কাবাসীকে জমা করলেন এবং তাদের সামনে প্রকাশ্যে ঐতিহাসিক দাওয়াত দিয়ে তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا

‘হে মানব সকল! তোমরা বল, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা‘বূদ নেই, তাহলে অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে’। (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬০২৩)

আমরা জানি সংঘবদ্ধভাবে যেকোন কাজ করলে তাতে বরকত হয়। আল্লাহ তা‘আলাও সংঘবদ্ধ দাওয়াতী কাজকে পসন্দ করেন। ঐক্যবদ্ধ মানুষের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

৩.পারিবারিক দাওয়াত

পারিবারিক দাওয়াত সামষ্টিক দাওয়াতেরই একটি অংশ হলেও এটি একেবারেই স্বতন্ত্র বিভাগ। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

‘হে ঈমানদানগণ! তোমরা নিজেরা যা কর না তা বল কেন? আল্লাহর নিকট বড় অপরাধ হল- নিজে যা কর না তা অন্যকে বলা’ (সূরা আছ-ছফ্ফ : ২-৩)। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজে ও পরিবারকে এমন আগুন থেকে রক্ষা কর যে আগুনের জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর, যে আগুনের পাহারাদার হবে নির্মম হৃদয় ও কঠিন স্বভাবের অধিকারী ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহর কোন আদেশের অবাধ্য হয় না। বরং তিনি তাদেরকে যে কাজ করার নির্দেশ দেন, তারা তাই করেন’ (সূরা আত-তাহরীম : ৬)।

উক্ত দুই আয়াতে একজন দাঈর উপরে দু’টি দায়িত্ব বিশেষভাবে অর্পিত হয়েছে। সুতরাং সে প্রথমে পরিবারের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। নিজ পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন বা অধীনস্ত কর্মীদের মাঝে দাওয়াত দেবে। এটাকে পারিবারিক দাওয়াত বলে। আর পরিবারেই যদি ইসলাম না থাকে, তাহলে দাঈ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাওয়াতী কাজ করতে পারে না। তাই পারিবারিক দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪.কথা বলা

প্রচারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল কথা বলা বা খুৎবাহ অথবা বক্তৃতা দেয়া। আরাবী একজন শায়খ তার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি বাস্তব ঘটনা বলছিলেন, জর্ডানে সফরে গিয়ে পুরো দিন দাওয়াতী কাজ করে যখন ঘুমাতে যাব, ঠিক তখন ব্যবস্থাপকরা এসে আমাকে জানালেন ফজরের পর একটি মসজিদে আলোচনা আছে। প্রথমে অসম্ভব বলে অপারগতা প্রকাশ করলাম কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রামসূচী থাকায় বাধ্য হয়ে যেতেই হল। সেখানে গিয়ে কোন একটি বিষয়ে কথা বলে ফিরে আসলাম। প্রায় ২ বছর পর ইরাক থেকে একটি পরিবার ফোন করে আমাকে জানাল, আপনার সেদিন ২৭ মিনিটের বক্তৃতায় আমাদের পরিবারের ৪জন শী‘আ থেকে মুসলিম হয়েছি। আমি স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, কী বিষয়ে কথা বলেছি বা কতক্ষণ, কোথায় কথা বলেছি। অনেক পরে স্মরণ হয়েছে। বুঝলাম মন থেকে কথা বললে সেটা অনেকের হেদায়াতের কারণ হতে পারে। তাইতো রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘তোমরা আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর যদি একটি আয়াতও হয়’।

দাওয়াতী কৌশলের অন্যতম একটি হল তথ্যসহ কথা বলা। আহুত ব্যক্তি তথ্যের কারণেও অনেক সময় আকৃষ্ট হতে পারে। আজগুবি কথা বলা বা না জেনে কথা বলাও নিন্দনীয়, যা

আল্লাহর কাছেও অপসন্দীয়। যেমন মহান আল্লাহ ছাহাবীদের উদ্দেশ্যে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ইফকের কাহিনী সম্পর্কে বলেন,

‘ اِذۡ تَلَقَّوۡنَہٗ بِاَلۡسِنَتِکُمۡ وَ تَقُوۡلُوۡنَ بِاَفۡوَاہِکُمۡ مَّا لَیۡسَ لَکُمۡ بِہٖ عِلۡمٌ

যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না’ (সূরা আন-নূর : ১৫)।

বর্তমান সমাজে রেফারেন্স বা তথ্য ছাড়াই বেশী বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। এমন কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় যে সম্পর্কে তার উল্লেখযোগ্য কোন জ্ঞান নেই। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, ‘যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না’ (সূরা বানী ইসরাঈল : ৩৬)।

৫.কাহিনী ও উপমা

মানুষকে ইসলামের কথা বলতে গিয়ে মাদ‘ঊ তথা দাওয়াত গ্রহণকারীর বুঝার স্বার্থে সত্য কাহিনী বা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এতে সাধারণ মানুষ দাঈর কথা শুনতে আগ্রহী হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্থানভেদে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে অনেক উদাহরণ পেশ করেছেন। মহান আল্লাহ যেকোন কিছুর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধও করেন না, সে কথাও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

یٰۤاَیُّہَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسۡتَمِعُوۡا لَہٗ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ تَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ لَنۡ یَّخۡلُقُوۡا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجۡتَمَعُوۡا لَہٗ

হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হল, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন।‘ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়’ (সূরা আল-হাজ্জ : ৭৩)।

আল্লাহ নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। বস্তুত যারা মুমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তার উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক (সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৬)।

আর এসব দৃষ্টান্ত আল্লাহ মানুষের জন্য পেশ করে থাকেন। কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া কেউ তা বুঝে না (সূরা আল-আনকাবুত : ৪৩; সূরা আল-হাশর : ২১)।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও অনেক স্থানে উদাহরণ পেশ করেছেন, যা হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। যেমন সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের উদাহরণ পেশ করেছেন একজন আতর বিক্রেতা ও কামারের সাথে। নেকীর উদাহরণ দিয়েছেন উহুদ পাহাড়ের সাথে ইত্যাদি।রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মযবুত ঈমানদার জান্নাতপাগল ছাহাবীদের দ্বীন বুঝানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপমা ও কাহিনী বলেছেন। যেমন পাহাড়ে আটকে পড়া ৩ যুবকের কাহিনী, ১০০জন মানুষকে হত্যা করার পরও সে কিভাবে ক্ষমা পেল তার কাহিনী, একজন মানুষ মদ পান করার কারণে সে সব পাপকেই তুচ্ছ করল

কিভাবে সেসব কাহিনী ছাহাবীদের শুনিয়েছেন। তাই দাঈরাও যদি এ ধরণের যৌক্তিক উদাহরণ এবং শিক্ষণীয় ঘটনা সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করে তাতে তাদের দ্বীন গ্রহণ করতে আরো সহজ হয়।

৬.খুৎবাহ বা বক্তৃতা

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয় কোন কোন ভাষণ-বক্তৃতা জাদুর মত। (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৬৭)

কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার অন্যতম মাধ্যম হল জুমু'আর খুৎবাহ, সাধারণ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, জালসা-মাহফিল ইত্যাদি। সাধারণত রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন কিছু বলার থাকলে তা জুমু'আর খুৎবায় বলতেন আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ ছাহাবীদের একত্রিত করে সাধারণ বক্তৃতা দিতেন। বিদায় হজ্জের সময় হজ্জের মূল ভাষণ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে সাধারণ বক্তৃতার মাধ্যমে ছাহাবীদের হজ্জ সহ ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান নিয়ে কথা বলেছেন। তাই জুমু'আর খুৎবার মাধ্যমে মানুষকে আহ্বান করার একটি অন্যতম সুযোগ।

৭.লেখনি

দাওয়াতের আরো অন্যতম মাধ্যম হল লেখনি। মাদ'ঊ বা দাওয়াত গ্রহণকারীরা বিভিন্নজন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাদের স্বাদ ও চাহিদাও ভিন্ন ভিন্ন। সমাজে অনেকে আছে যারা পড়তে ভালবাসে। তাই এ সকল পাঠকের চাহিদা পূরণের জন্য লেখা উচিত। সাপ্তাহিক, মাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকায় বিষয়ভিত্তিক লিখে তাদের কাছে পৌঁছলে ফল পাওয়া যেতে পারে। ইসলামের পরিপূর্ণ ছায়া যখন করায়ত্ব হল তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট লেখনির মাধ্যমে চিঠি-পত্রের সাহায্যে দাওয়াত প্রেরণ করেছিলেন। ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নাস্তিক বা ইসলামবিরোধী ব্যক্তির লেখনির জবাবও দেয়া যায় এই কলমের মাধ্যমে।

৮.অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা

কুরআনে বিভিন্ন স্থানে নবী-রাসূলদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে। অর্থাৎ যাদের আহ্বান করব তাদের জন্যই দু'আ করা। অনুরূপ একটি বিষয় তাদের অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করা। যাকাতের ৮টি খাতের একটি হল 'অমুসলিম অথচ ইসলামের প্রতি যাদের মন আকৃষ্ট হয়েছে'। নিম্নের হাদীছটি আমাদের অনেক কিছুই শিক্ষা দেয়।

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْإِسلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ أَسْلِمُوْا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ فَقَالَ أَنَسٌ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيْدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُوْنَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করার পর কেউ কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই তা দিয়ে দিতেন। জনৈক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে এত বেশী ছাগল দিলেন, যাতে দু'উপত্যকার মাঝামাঝি স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর সে লোক তার গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের বলল, হে আমার জাতি! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কারণ মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভাবের আশংকা না করে দান করতেই থাকেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যদিও লোকটি শুধু ইহলোকের উদ্দেশ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেছে তবুও ইসলাম গ্রহণ করতে না করতেই ইসলাম তার কাছে পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল প্রাচুর্যের চাইতে অধিকতর প্রিয় হয়ে যায়।(ছহীহ মুসলিম, হা/২৩১২)

৯.জিহাদ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের মূলত ৩টি মাধ্যম ছিল। মৌখিক প্রচার, আচরণ এবং তরবারী বা জিহাদ। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবনে মাত্র ১৯ থেকে সর্বোচ্চ ৩০টি জিহাদ করেছেন। আর এতে কত ছাহাবীই হবে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন? বিভিন্ন ছাহাবীর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী পড়লে জানা যায় তারা কেউই জিহাদের কারণে ইসলাম গ্রহণ করেননি; বরং বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের কারণে ইসলামের ছায়াতলে এসেছেন। অর্থাৎ দাওয়াত প্রসারের মাধ্যমগুলোর একটি হল জিহাদ। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যদি বলা হয়, তাহলে সেটা ঠিক নয়।

দাওয়াতী কাজে সফল হওয়ার বিশেষ কৌশল:

১. লক্ষ্য নির্ধারণ করা। যে জানে তার জীবনের লক্ষ্য-পৃথিবী তাকে সেখানে পৌঁছানোর পথ তৈরী করে দেয়।

২. লক্ষ্য অর্জনে সদা সচেষ্ট থাকা।

৩. কৌশলী হওয়া; কারণ যোগ্যতম ব্যক্তিরাই শেষ পযর্ন্ত টিকে থাকে।

৪. কোন কিছুই অসম্ভব নয়, যদি আমরা মনে করেন পারবো, তাহলে নিশ্চয়ই পারবো

৫. চিন্তা করা, অবশ্যই ভালো উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে।

৬. আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী, আচার ও আচরণ যেন ইতিবাচক হয়।

৭. সবসময় হাসুন, তাহলে সমগ্র পৃথিবী আপনাকে দেখে হাসবে।

৮. সৃজনশীল ও উদ্যমী হওয়া।

৯. অন্যকে ভালবাসুন, আপনিও ভালবাসা পাবেন।

দাওয়াতী কাজে কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা:

১. কখনোই আশা করা যাবেনা যে, দাওয়াত গ্রহণকারী আমাদের কাছে এসে ধরণা দিবে।

২. এটা ভাবা যাবেনা যে প্রথম সাক্ষাতেই দাওয়াত গ্রহণ করে ফেলবে।

৩. সুসংগঠিতভাবে নিয়মিত ফলোআপ করতে হবে।

৪. প্রতি সপ্তাহে নতুন কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করা।

৫. যাদের সাথে পরিচিত হচ্ছি, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব আমারই।

৬. মনে রাখতে হবে যে, কিছু পেতে হলে, কিছু দিতে হবে। কেননা দিন আপনার আমার সবার জন্যই ২৪ ঘন্টা। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, ত্যাগের চাইতে প্রাপ্তি যেন সবসময় ভারি থাকে।

দাওয়াত গ্রহণকারীর মন জয় করার কিছু বিশেষ পদ্ধতি:

১. দাওয়াত গ্রহণকারীর সামনে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা বা ভালভাবে উপস্থাপন করা

২. মানুষের নাম তার নিজের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তাই যথাসম্ভব মানুষের নাম মনে রাখার চেষ্টা করা

৩. আপনি যাকে দাওয়াত দিবেন তাকে গুরুত্ব দিন ও এটা মন থেকেই করা

৪. দাওয়াত গ্রহণকারী যে বিষয়ে কথা বলতে আগ্রহী, সে বিষয়ে আলোচনা করা

৫. ভাল শ্রোতা হওয়া, দাওয়াত গ্রহণ কারীকে কথা বলতে দেওয়া

৬. বিজয়ী তিনিই যিনি কখনও হাল ছাড়েন না।

ইতিহাসের পাতায় দাওয়াত গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন উপায়/কৌশলের দৃষ্টান্ত:

১. খাদিজাতুল কুবরার (রা.) প্রথম দাওয়াত গ্রহণকারীনী : তাকে তো আনুষ্ঠানিক দাওয়াত দিতে হয়ই নাই, বরং তিনি ভীত সন্ত্রস্ত নবীকে সান্তনা প্রদান করেন এবং ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে যান।

২. হযরত আবু বকর (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ: নবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

৩. হযরত উমর ফারুক (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ : যখন তিনি ছিলেন বোন ও ভগ্নিপতিকে আঘাতকারী।

৪. হযরত আমীর হামযা (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ: যখন তিনি বংশীয় অহমিকায় খোঁচা খান।

৫. হযরত আলী (রা:) বনাম ইয়াহুদী: যখন ইয়াহুদীটি ছিল যুদ্ধে পরাভূত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী ।

৬. বাদশাহ নাজ্জাশী : একজন আশ্রয় প্রার্থী জাফর ইবনে আবু তালিবের (রা:) সত্য বক্তব্যে প্রভাবিত হয়ে বাদশাহ থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

৭. হযরত বেলাল ও হযরত খাব্বাব (রা:) : গোলাম থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

৮. হযরত আবু সুফিয়ান : বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

৯. Armstrong মুসলিম হন- চাঁদের ফাটল দেখে

১০. ড. ইসলামূল হক- তুলনামূলক ধর্মচর্চা করতে গিয়ে

১১. ড. মরিস বুকাইলী – কুরআনের ত্রুটি খুঁজতে গিয়ে

১২. মোহা: আলী ক্লে- ইসলামে সাম্যতা দেখে

১৩. মরিয়ম জামিলা- পত্রের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরে

১৪. গায়ক Ket Stiven ও ক্রিকেটার ইউসুফ ইউহানা- বন্ধুদের সান্নিধ্যে

পঞ্চম অধ্যায়: একজন দা'য়ীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

১.ব্যক্তিগত জীবনে:

একজন দা'য়ীর ব্যক্তিগত জীবনে প্রধান দায়িত্ব হলো জ্ঞানের চর্চা, নিজের জীবনকে ইসলামের আদর্শে পরিচালনা করা, এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা। তাকে অবশ্যই নিজের কর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হবে, অন্যদের অধিকারকে সম্মান করতে হবে এবং নিজের অজ্ঞতা থেকে দূরে থেকে সঠিক নির্দেশনা দিতে হবে।

- জ্ঞান ও সচেতনতা

একজন দা'য়ীর জন্য কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য, কারণ এটি ছাড়া দাওয়াত হবে অজ্ঞতাপ্রসূত, যা কুফলের চেয়ে বেশি ক্ষতি করে।

শুধু জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়, সেই জ্ঞান অনুযায়ী নিজের জীবনযাপন করতে হবে এবং নিজের ভালো কাজের মাধ্যমে অন্যদের উৎসাহিত করতে হবে।

- ব্যক্তিগত সততা ও আচরণ

আত্ম-সচেতনতা: নিজের কাজের জন্য দায়বদ্ধ হতে হবে এবং ভালো-মন্দ সব ফলাফলের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

নৈতিকতা: ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও নীতিবান থাকতে হবে এবং অন্যের অধিকারকে সম্মান করতে হবে।

ধৈর্য ও সহনশীলতা: অন্যদের প্রতি ধৈর্য, ভালোবাসা এবং ইতিবাচক নির্দেশনা দিতে হবে, বিশেষ করে যারা প্রতিবন্ধী বা বিশেষ যত্নের প্রয়োজন তাদের প্রতি।

অন্যকে সম্মান করা: অন্যদের অধিকারের প্রতি যত্নবান হতে হবে এবং নিজের আচরণের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা তৈরি করতে হবে।

- অন্যের প্রতি দায়িত্ব

সঠিক নির্দেশনা: নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে অন্যদের সঠিক পথ দেখাতে হবে, নিজে যেন বিপথে চালিত না হন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ইতিবাচক প্রভাব: নিজের ইতিবাচক আচরণ এবং কাজের মাধ্যমে অন্যদের জীবনে আলো ছড়াতে হবে।

সৃষ্টিকর্তার পথে আহ্বান: মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার পাশাপাশি নিজেও নেক কাজ করতে হবে।

২.পারিবারিক জীবনে

পারিবারিক জীবনে একজন দা'য়ীর প্রধান দায়িত্ব হল নিজের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও আমলের প্রচলন করা, তাদের প্রতি সৎ আচরণ করা এবং একটি আদর্শ মুসলিম পরিবার গড়ে তোলা। একজন দা'য়ীর উচিত নিজের জীবনে ইসলামকে বাস্তবায়ন করে, পরিবারের সদস্যদের জন্য উত্তম আদর্শ স্থাপন করা এবং তাদের ইসলামি জীবনধারা মেনে চলতে উৎসাহিত করা। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি শুধু পরিবারের মধ্যেই নয়, বরং বৃহত্তর সমাজের জন্যও একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন।

প্রধান দায়িত্বসমূহ:

- পারিবারিক সদস্যদের প্রতি ইসলামি শিক্ষা প্রদান: পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে, বিশেষ করে সন্তানকে, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, আহকাম এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া।
- উত্তম আদর্শ স্থাপন: একজন দা'য়ীর নিজের আচরণ, কথা ও কাজ দ্বারা পরিবারের সদস্যদের জন্য রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহ ও সাহাবিদের আদর্শ বাস্তবায়ন করা।
- সৎ আচরণ ও ভালোবাসা: পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং সম্মানজনক আচরণ করা। তাদের প্রতি ধৈর্যশীল হওয়া এবং তাদের ভুলগুলো সংশোধনে সাহায্য করা।
- পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা: পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা।
- পারিবারিক দায়িত্ব পালন: পরিবারের সদস্যদের প্রতি তার যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে, তা সঠিকভাবে পালন করা।
- সততা ও আমানতদারিতা: পরিবারের মধ্যে সততা, আমানতদারিতা এবং ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা।
- পারিবারিক দ্বীনি পরিবেশ তৈরি: পরিবারে একটি দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে কোরআন তেলাওয়াত, নফল ইবাদত এবং ইসলামিক আলোচনা নিয়মিত হবে।

দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়:

- একজন দা'য়ীর দাওয়াত প্রথমে তার নিজের পরিবার থেকে শুরু হয়।
- পারিবারিক জীবনে দ্বীনি কাজগুলো যেন "মৌসুমি" না হয়, বরং তা যেন তার জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়।

৩.সামাজিক জীবনে

সামাজিক জীবনে একজন দা'য়ীর ভূমিকা হলো সমাজকে ইসলামী জীবনবিধানের দিকে আহ্বান করা এবং সততা, জ্ঞান, ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করা। তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকেন, যা শুধুমাত্র প্রচার নয়, বরং ব্যক্তিগত জীবনেও আদর্শ স্থাপন করে। দা'য়ীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো যুগের চাহিদা ও মানুষের রুচি বুঝে সেই অনুযায়ী দাওয়াত দেওয়া।

- ইসলাম প্রচার: মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ ও ইসলামী জীবনবিধান সম্পর্কে জানাতে দাওয়াত প্রদান করা।
- ব্যক্তিগত আদর্শ: নিজেকে রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের মতো আদর্শবান করে গড়ে তোলা, যাতে তাঁর দাওয়াত অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।
- যুগের সাথে তাল মিলানো: যুগের রুচি, প্রয়োজন এবং চ্যালেঞ্জগুলো বোঝা এবং সেই অনুযায়ী দাওয়াতকে সাজানো।
- সত্যবাদিতা: নিজের কথায় ও কাজে সত্যনিষ্ঠ থাকা, কারণ মিথ্যার উপস্থিতি দাওয়াতের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়।
- নৈতিকতা ও অন্যান্য গুণাবলী: কেবল ধর্মীয় শিক্ষাই নয়, বরং নৈতিকতা, উত্তম আচরণ, এবং মানবিক গুণাবলীও প্রদর্শন করা।
- অন্যান্যদের সাহায্য করা: যারা দাওয়াত গ্রহণ করে তাদের সঠিক পথে চলতে সাহায্য করা এবং তাদের ভালো কাজে সহায়তা করা।
- সামাজিক শান্তি ও মুক্তি: ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য মানুষকে আহ্বান করা।

৪.রাষ্ট্রীয় ও সমষ্টিগত জীবনে

রাষ্ট্রীয় ও সমষ্টিগত জীবনে একজন দ্বীনের দায়ীর প্রধান দায়িত্ব হলো ইকামতে দ্বীন বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা, যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালনার মাধ্যমে সম্ভব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তাকে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করতে হবে, সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় ও সমষ্টিগত জীবনে একজন দায়ীর দায়িত্ব:

- জ্ঞানের ভিত্তি: দাওয়াত অবশ্যই জ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। একজন দায়ীর অবশ্যই ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।

- 'ইকামতে দ্বীন' বা দ্বীন প্রতিষ্ঠা: নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ্ব ইত্যাদির মতো দ্বীনের মৌলিক বিধানগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যায় ও খারাবী দূর করার জন্য কাজ করা তার প্রধান দায়িত্ব।
- ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা: ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা দায়ীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
- মানুষের প্রতি আহ্বান: মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করা 'দা'ওয়াত' বা দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র, অর্থাৎ পুরো মানবসভ্যতাকে ইসলামের আলোকে সাজানোর চেষ্টা করা হয়।
- ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠন: ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠন করা এবং প্রতিটি কাজের হক ঠিকমতো পালন করা দায়ীর দায়িত্ব।
- দ্বীনের দাওয়াত: এটি প্রতিটি মুসলিমের সম্মিলিত দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজে ইসলামের প্রসার ঘটে এবং মানুষের জীবনকে আল্লাহর রঙে রাঙানো যায়।
- সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নয়ন: সমাজকে সাংস্কৃতিক ও নৈতিকভাবে উন্নত করার জন্য কাজ করা এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা দায়ীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
- সৎকর্মের মাধ্যমে উদাহরণ স্থাপন: শুধু কথার মাধ্যমে নয়, কাজের মাধ্যমেও উদাহরণ স্থাপন করা উচিত।
- অন্যায় ও অপসংস্কৃতির মোকাবেলা: সমাজে প্রচলিত অন্যায় ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং তা দূর করার জন্য কাজ করা দায়ীর দায়িত্ব।
- অমুসলিমদের সাথে আচরণ: অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সাধারণ ও মহৎ কাজ নিয়ে অগ্রসর হওয়া এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

এই দায়িত্বগুলো পালনের মাধ্যমে একজন দাঈ সমাজকে এক সামগ্রিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

৫.আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন দ্বীনের দা'য়ীর প্রধান দায়িত্ব হলো ইসলামের মূল বার্তা বিশ্বজুড়ে পৌঁছে দেওয়া, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জাতির কাছে ইসলামের সঠিক জ্ঞান প্রচার করা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এর মধ্যে রয়েছে:

- সঠিক দাওয়াত ও প্রচার: বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর কাছে ইসলামের সঠিক, নির্ভেজাল ও সুস্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেওয়া, যাতে তারা সরল পথে পরিচালিত হতে পারে।
- নৈতিকতা ও আদর্শের প্রচার: আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নৈতিকতা, মানবতা এবং ইসলামের ন্যায়বিচার ভিত্তিক আদর্শের প্রচার করা, যা একটি উন্নত ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়তে সহায়ক হবে।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বোঝাপড়া: বিভিন্ন দেশের মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, যাতে কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়।
- সমন্বিত প্রচেষ্টা: এককভাবে কাজ না করে অন্যান্য দ্বীনের দা'য়ীদের সাথে একত্রিত হয়ে একটি সমন্বিত দলবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো, যা দাওয়াতের কাজকে আরও শক্তিশালী করে।
- উদাহরণ স্থাপন করা: নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ইসলামের আদর্শকে ভালোভাবে অনুসরণ করে অন্যদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।
- সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা: একবিংশ শতাব্দীর নানা চ্যালেঞ্জ, যেমন - ভুল তথ্য, ভুল ধারণা বা কুসংস্কার মোকাবিলা করে ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: নবী ও রাসুলগণের দাওয়াত

১. হযরত নূহ (আঃ) এর দাওয়াতঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ماَ لَكُمْ مِنْ اِلَهٍ غَيْرُهُ- اِنِّى اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍo

“আমরা নূহকে তার জাতির লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন, হে জাতির লোকেরা তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর। কেননা তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই। আমি তোমাদের জন্য একটি বড় আজাবের ভয় পোষণ করি।” (সুরা আ’রাফ- ৫৯)

২. হযরত হুদ (আঃ) এর দাওয়াতঃ

وَ اِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا- قَالَ يَاقَوْمِ اعْبَدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلَه ٍ غَيْرُهُ- اَفَلَا تَتَّقُوْنَo

এবং ‘আদ’ জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই ‘হুদ’ কে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই। এর পরেও কি তোমরা ভয় করে চলবে না।” (সুরা আ’রাফ- ৬৫)

৩. হযরত সালেহ (আঃ) এর দাওয়াতঃ

وَ اِلَى عَادٍ اَخَاهُمْ صَالِحًا- قَالَ يَاقَوْمِ اعْبَدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلَهٍ غَيْرُهُ

এবং ‘সামুদ’ জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই ‘সালেহ’ কে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে জাতির লোকেরা, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই। সুরা আ’রাফ- ৭৩)

৪. হযরত লুত (আঃ) এর দাওয়াতঃ

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ o إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُون َo

“এবং লুত যখন নিজ জাতির লোকদের বললেন, তোমরা এমন সব নির্লজ্জ কাজ করছো যে, তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউ এ কাজ করেনি। তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কাম বাসনা চরিতার্থ করছো; বরং তোমরা সীমালংঘনকারী একটি জাতি।” (সূরা আ’রাফ- ৮০)

৫. হযরত শোয়াইব (আঃ) এর দাওয়াতঃ

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ০

“আর মাদিয়ানবাসিদের প্রতি আমরা তাদের ভাই শোয়াইবকেপাঠিয়েছি। তিনি বল্লেন; হে জাতির লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলিল এসে গেছে। অতএব ওজন ও পরিমাপ পূর্ণমাত্রায় কর, লোকদের তাদের দ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্থ করে দিওনা এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, যখন তা সংশোধন ও সংস্কার হয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা মু’মিন হয়ে থাক।” (সুরা আ’রাফ- ৮৫)

৬. হযরত ইউসুফ (আঃ) এর দাওয়াতঃ

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ০

“হে কারা বন্ধুগণ! বিভিন্ন বর কি উত্তম না মহাপ্রাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে অবাস্তব নামের পুজা করছো- যাদেরকে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা সাব্যস্ত করে নিয়েছে, আল্লাহ তো সেগুলি সমন্ধে কোন প্রমাণ পাঠান নাই। নিশ্চয়ই হুকুমদেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, তোমাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, একনিষ্টভাবে কেবলমাত্র তারই ইবাদত করবে। এটিই হচ্ছে তোমাদের জন্য স্থায়ী বিধান। (সুরা ইউসুফ- ৩৯,৪০)

৭. হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর দাওয়াতঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ০

“স্মরণ কর ইব্রাহিমের ঘটনা, যখন তিনি তার পিতা আজরকে বলেছিলেন, তুমিতো মূর্তি গুলোকেই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছ। আমিতো তোমাকে এবং তোমার জাতিকে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। (সুরা আন‘আম- ৭৪)

৮. হযরত মুসা (আঃ) এর দাওয়াতঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ০

“স্মরণ কর যখন আমরা বনি ইসরাইলদের নিকট থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকীনের

সাথে ভালো ব্যবহার করবে। মানুষের সাথে সুন্দর সুন্দর কথাবার্তা বলবে, নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তোমরা সকলেই এই প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছ এবং শেষ পর্যন্ত ঐ অবস্থায় রয়ে গেছ।" (সুরা বাকারাহ- ৮৩).

৯.হযরত ঈসা (আঃ) এর দাওয়াতঃ

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۝

"এবং মসীহ তো বলেছিল; হে বনী ইসরাইলের লোকেরা, আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমারও রব তোমাদেরও রব। বস্তুতঃ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যে শরীক করেছে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তাদের পরিণতি হবে জাহান্নাম। এই যালেমদের কোন সাহায্যকারী নাই।" (সুরা মায়েদা- ৭২)

সপ্তম অধ্যায়: দা'য়ী হিসাবে নারীদের ভূমিকা

দা'য়ী হিসাবে নারীদের ভূমিকা হলো তারা ইসলামী জ্ঞান ও নীতির প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবেন, যা পরিবার থেকে শুরু করে বৃহত্তর সমাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে রয়েছে, তারা নিজেদের জ্ঞান ও আমলকে সঠিক রেখে এবং পর্দার নিয়ম মেনে দাওয়াতের কাজে অংশ নিতে পারেন। বিশেষ করে মহিলা বিষয়ক সমস্যা সমাধানে এবং মহিলা সমাজে নারী দা'য়ীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

- শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন: নারী ও পুরুষ উভয়কে আল্লাহর দিকে ডাকার জন্য জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
- সক্রিয় অংশগ্রহণ: নারীরা যেমন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে অংশ নিতে পারেন, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে সেবা করার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।
- পর্দার প্রতি যত্নশীল হওয়া: দাওয়াতের কাজে অংশগ্রহণের সময় ইসলামী পর্দা মেনে চলতে হবে এবং কোনো আবশ্যকীয় ধর্মীয় বিধান পালন করা থেকে বিরত থাকা যাবে না।
- মহিলাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য: মহিলাদের সমস্যা বা তাদের বিষয়ে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নারী দা'য়ীদের ভূমিকা অধিকতর কার্যকর হতে পারে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইসলামের পূর্বে নারীদের যে স্থান দেওয়া হতো, ইসলাম তা থেকে অনেক উন্নত করে নারীদের সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নারীদেরকে শিক্ষা, সম্পদ ব্যবহার এবং সমাজে সম্মানজনক ভূমিকা পালনের অধিকার দিয়েছেন।সাহাবীরা, যেমন আয়েশা (রাঃ), হাদিস শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং দাওয়াতের কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ বিবেচনায় এবং স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে ইসলামী পর্দা সহকারে মহিলাগণ দ্বীনের কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে পারেন।

আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, ‘বল, এটাই আমার পথ। আহবান করি আল্লাহর দিকে আমি এবং আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে’ (ইউসুফ ১২/১০৮)।

‘অনুসারীগণ’ বলতে এখানে মুসলিম নারী ও পুরুষ উভয়কে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে মুসলিম মহিলাগণ ৫ম হিজরীতে পর্দা ফরয হওয়ার আগে ও পরে পর্দার সঙ্গে দ্বীনের কাজে ও দুনিয়ার কাজে বাড়ীর বাইরে যেতেন। তারা যেমন মসজিদে ও ঈদের জামা‘আতে যোগদান করতেন। তেমনি বাজারে, ক্ষেতে-খামারে ও জিহাদেও গমন করতেন (বুখারী হা/৫২২৪, মুসলিম হা/১৮১০)।

অতএব দ্বীনী কাজে বিশেষ করে দ্বীন শিক্ষা করা বা দ্বীন শিক্ষা দেওয়া দু'টি কাজই পুরুষের ন্যায় মেয়েরা ঘরে বসে কিংবা প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের (পুরুষ ও নারী উভয়ের) উপর ফরয' (ইবনু মাজাহ হা/২২৪, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৮)।

তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়' (বুখারী, মিশকাত হা/২১০৯)।

উল্লেখ্য যে, নারীর মূল দায়িত্ব হ'ল তার ঘরে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল। এজন্য সে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)।

অতএব মূল পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পর সময়-সুযোগ পেলে পর্দা-পুশিদা সহকারে দ্বীনের দাওয়াত দান ও দ্বীন শিক্ষার কাজে অবশ্যই মহিলাগণ বাইরে যেতে পারবেন। আর দ্বীন শিক্ষা বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষাকে বুঝায়। অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়। নারীদের কণ্ঠস্বর তাদের লজ্জার অন্তর্ভুক্ত। অতএব তাদের কণ্ঠস্বর যেন পরপুরুষ শুনতে না পায় বা তাদের দৃষ্টি না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং দাওয়াতী কাজের জন্য পোষ্টারিং করা বা মাইক ব্যবহার করা যাবে না।

নারী সাহাবীদের ভূমিকা

দুনিয়ায় যে কোন সংস্কার আন্দোলনের ন্যায় ইসলামেরও বিকাশ-বৃদ্ধিতে অসংখ্য মহিলা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এ ব্যাপারে নববী যুগে যে সব মহিলারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের কয়েকজন হলো:

খাদীজা (রা:)

এ ব্যাপারে প্রথমেই হযরত (স)-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর নাম উল্লেখ করতে হয়। এই মহিয়সী নারী নবুয়্যাতের পূর্বে নিজের বিপুল সম্পদরাজি সমাজের ইয়াতীম, মিসকীন ও বিধবাদের সাহায্যের জন্যে তাঁর সমাজসেবী স্বামীর হাতে তুলে দেন। তবে এ সম্পদ শুধু ইয়াতীম, মিসকীন ও বিধবাদের সাহায্যেই ব্যয়িত হয়নি, স্বামীর জন্যে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জনেও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ইসলাম প্রচারে এ সম্মান ও শ্রদ্ধা অনেকটাই কাজে লেগেছে।

ইসলামের ঠিক সূচনা-পর্বে স্বামীকে নানাভাবে সাহস ও উৎসাহ প্রদানের কথা ইতঃপূর্বে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে । স্বামীর প্রচারিত আদর্শের প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করে এবং ঘরের বাঁদী ও দাসীদের কাছে তা যথাযথ প্রচার করে তিনি ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের দিনগুলোতে স্বামীর সাথে দীর্ঘদিন শে'বে আবী তালিবে অবরুদ্ধ থেকে এবং আপন ভাতীজা হাকীম বিন্ হাজাম এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে কুরাইশদের শত্রুতা প্রশমনে সফল ভূমিকা রেখে তিনি ইতিহাসে অনন্য স্থান করে নিয়েছেন।

ফাতিমা বিনতে খাত্তাব

তিনি ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর বোন। তিনি যেভাবে হযরত উমর (রা)-কে প্রভাবিত করেন, যার পরিণতিতে তিনি ইসলাম গ্রহণে উদ্ভূদ্ধ হন, সে ঘটনা সর্বজনবিদিত। জাহিল যুগে যে স্বল্প সংখ্যক কুরাইশ মহিলা লেখাপড়া জানতেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

হযরত সুমাইয়া রা.

প্রথম জীবনোৎসর্গকারিণী সাহাবী এই মহীয়সী নারী। একদিন নবী স. বনু মাকযুমের মহল্লা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন পুরাই কাফেররা একজন বার্ধক্য পিড়ীত মহিলাকে লোহার বর্ম পরিয়ে রোদে তপ্তবালিতে শুয়ে পাশে দাঁড়িয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। মহিলাটিকে সম্বোধন করে বলছে, মোহাম্মদের দ্বীন কবুল করার স্বাদ কি তা বুঝে নে। নির্মম নির্যাতনের শিকার অসহায় এই বৃদ্ধা মহিলাকে দেখে নবীজির বুক ভেঙে গেল।তিনি অশ্রু সজল হয়ে বললেন, ধৈর্য ধরো।তোমার ঠিকানা জান্নাত। প্রচলিত বংশ মর্যাদার ধারণা অনুযায়ী এই মহীয়সী মহিলা কোন উচ্চ বংশের মহিলা ছিলেন না। কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় সুমাইয়া মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় মুসলমান।এই নতুন প্রচারিত দ্বীনের প্রতি ঈমান আনার পরিণাম তিনি জানতেন, কিন্তু কোন ভয়-ভীতি তাকে এ পথ থেকে টলাতে পারেনি। জাহান্নামের কীট আবু জেহেলের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন এই জান্নাতী নারী।এই জান্নাতি নারীর নাম হযরত সুমাইয়া বিনতে খারাত রা.।তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আম্মারের মা এবং প্রথম পুরুষ শহীদ সাহাবী ইয়াসিরের স্ত্রী তিনি জীবন দিয়ে আমাদের কাছে প্রমাণ পেশ করে গেছেন আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল থেকে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য জান ও মাল বড় তুচ্ছ জিনিস! আর তাইতো তিনি নিজ কানে দুনিয়া থেকেই শুনে গেছেন জান্নাতের সুসংবাদ।পেয়েছেন প্রথম শহীদ হওয়ার দুর্লভ মর্যাদা।

উম্মে আম্মার রা.

ইসলামের জন্য ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মোৎসর্গকারী মহিলাদের মিছিল অনেক বড়। এই মিছিলের প্রথম কাতারের আর এক নারী ছিলেন বীরাঙ্গনা খাতুনে ওহুদ বা ওহুদ কন্যা। তিনি ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং এমন বিরত্ব, দৃঢ়তা ও অটলতা প্রদর্শন করেন যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খাতুনে ওহুদ উপাধিতে ভূষিত

করেন।যুদ্ধ শেষে উম্মে আম্মারার ক্ষতস্থান থেকে দরদর করে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। রাসূল সা. তার ক্ষত স্থানে নিজে পট্টি বাঁধলেন এবং কয়েকজন বাহাদুর সাহাবীর নাম উচ্চারণ করে বললেন, আল্লাহর কসম! আজ উম্মে আম্মারা তাদের সবার চেয়ে বাহাদুরি প্রদর্শন করেছে। উম্মে আম্মারা তখন বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার মাতা পিতা আপনার জন্য কোরবান হোক! আমার জন্য দোয়া করুন যেন জান্নাতেও আপনার সাথে থাকার সৌভাগ্য হয়।

নবীজি উম্মে আম্মারার জন্য দোয়া করলেন আল্লাহর দরবারে। উম্মে আমারা খুশিতে বলে উঠলেন, 'দুনিয়ার আর কোন বিপদকেই আমি পরোয়া করি না। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে উম্মে আম্মারা অদূরে আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা করছিলেন। কিন্তু যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল কাফেররা ঝাঁপিয়ে পড়ল নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর উপর চারদিক থেকে তখন উম্মে আম্মারা পানির মশক ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কাফেরদের উপর। পরবর্তী সময়ে ওহুদের প্রসঙ্গ আসলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলতেন ওহুদের দিন ডানে বামে যেদিকেই নজর দিতাম শুধু উম্মে আম্মারায় লড়াই করছে দেখতাম। শুধু জানমালই নয়, স্বামী সন্তানও কুরবানী করেছেন তিনি ইসলামের জন্য। জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও তিনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ থেকে দূরে থাকেন নি।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.

নবী সঃ এর প্রথম স্ত্রী খাদিজাতুল কোবরা রা. তো দ্বীনের কাজেই জান ও মাল বিলিয়ে দিয়েছিলেন আর হযরত আয়েশা সিদ্দিকা ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব যার ব্যক্তিগত ও বুদ্ধি ভিত্তিক যোগ্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন।

মাশরুক বলেন 'যার হাতে আমার জীবন নিহিত তার শপথ আমি বড় বড় সাহাবীকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে ফারায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি।'

ইমাম জহুরী বলেন, "সকল পুরুষ ও নারীর এলেম একত্র করা হলে হযরত আয়েশা এর এলেম হবে তাদের সবার চেয়ে বেশি (তিরমিজি)।

হযরত আবু মুসা আশহারি বলেন সাহাবী হিসেবে আমাদের সামনে এমন কোন কঠিন বিষয় উপস্থিত হয়নি যা হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করে তার কাছে জানতে পারিনি।

আতা ইবনে আবু রুবা বলেন আয়েশা ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে উত্তম মানুষ এবং লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুস্থ মতের অধিকারিনী। হযরত আয়েশা এর জীবন ইতিহাস এত বিস্তৃত যে, স্বল্পকথায় তার কৃতিত্বের কথা, জ্ঞান ও গুণের কথা আলোচনা করা অসম্ভব।

অষ্টম অধ্যায়: দাওয়াতী কাজের চ্যালেঞ্জ ও তার সমাধান

দাওয়াতি কাজের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো মানুষের মন ও চিন্তাভাবনাকে পরিবর্তন করা, ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূর করা, এবং সমাজের মধ্যে ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছানো। এর মধ্যে আরও রয়েছে দাওয়াত প্রদানকারীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা, যোগাযোগে অদক্ষতা, এবং কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম সম্পর্কে ভুল বা বিকৃত ধারণার কারণে সৃষ্ট প্রতিরোধ।
প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূর করা: অনেক সময় মানুষ দাওয়াতকে ভুলভাবে বুঝে থাকে বা তাদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা বিদ্যমান থাকে, যা দূর করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা: দাওয়াত দিতে আসা ব্যক্তির ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা, যেমন - জ্ঞানের অভাব, সঠিক আচরণ না করা, অথবা সমাজের দ্বারা সৃষ্ট নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা।
- যোগাযোগে অদক্ষতা: দাওয়াতকে মানুষের কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে না পারা, তাদের মন জয় করতে না পারা, বা তাদের সমস্যাগুলো বুঝতে না পারা একটি বড় সমস্যা।
- প্রতিরোধ ও বিরোধিতা: কিছু মানুষের কাছ থেকে দাওয়াতের প্রতি সরাসরি বিরোধিতা বা প্রতিরোধ আসতে পারে, যা দাওয়াতকে আরও কঠিন করে তোলে।
- সঠিক কৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন: দাওয়াতের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত তা নিয়ে বিভ্রান্তি থাকতে পারে, কারণ কুরআন অনুযায়ী দাওয়াত দিতে হবে কৌশল সহকারে ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে।
- অজুহাত তৈরি ও আলস্য: দাওয়াতকে একটি নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, বা কোনো অজুহাত দেখিয়ে দাওয়াত দেওয়া থেকে বিরত থাকা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- অপ্রস্তুত ও অসম্পূর্ণ প্রস্তুতি: দাওয়াতি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রস্তুতি না থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

সমাধান

ধৈর্য ধারণ: দাওয়াতের পথে যেকোনো বাধা বা জুলুমের মুখে ধৈর্য ধরে কাজ চালিয়ে যেতে হবে, বিরক্তি বা হতাশা থেকে দূরে থাকতে হবে।

ঐক্যবদ্ধ থাকা: দাওয়াতদাতাদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা বজায় রাখতে হবে, কারণ এটিই তাদের শক্তি এবং সফলতার মূল ভিত্তি।

ওহির জ্ঞানের অনুসারী হওয়া: দাওয়াতের ভিত্তি হতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ। তাই দা'য়ী (দাওয়াতকারী)-কে ওহির জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হবে।
সঠিক কৌশল অবলম্বন: দাওয়াত দেওয়ার জন্য যে কৌশলগুলো কার্যকর, সেগুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন, কুরআনের আয়াত থেকে শেখা কৌশলগুলো ব্যবহার করা।
ব্যক্তিগত উন্নয়ন: নিজেকে দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত করতে হবে, যাতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ত্রুটিগুলো দূর করে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া যায়।

উপসংহার

সবচেয়ে বড় কথা আর সবচেয়ে সত্যি কথা হলো মরতে হবেই এর কোন বিকল্প নেই। মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হতেই হবে মহান আল্লাহর দেয়া প্রতিটা নিয়ামত ও আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে সেই ন্যায় বিচারক আল্লাহর কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আদম সন্তানকে এক পা ও নড়তে দেওয়া হবে না।
১. জীবনটা কোন কাজে অতিবাহিত করেছ,
২. যৌবনকালটা কি কাজে ব্যয় করেছ,
৩. কোন পথে আয় করেছ,
৪. কোন পথে ব্যয় করেছ,
৫. তোমাকে দেওয়া নিয়ামতগুলোর হক কিভাবে আদায় করেছ
উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর নারী পুরুষ উভয়কেই দিতে হবে আর তাইতো মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন, "পুরুষ যা অর্জন করেছে সে তাই পাবে আর নারী যা অর্জন করেছে সেও তাই পাবে।" (সূরা নিসা-৩২)।
দাওয়াত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর পথে আহ্বান অন্যান্য ফরজের ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য দলিল এর প্রমান বহন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
" আর যেন তোমাদের মধ্যে হতে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যানের পথে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম। "(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)
অনুরূপ আল্লাহর বাণী,
"তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান কর আর কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"(সূরা কাসাস: ৮৭)

প্রাজ্ঞ উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট করে বলেছেন, দাঈগণ যে অঞ্চলে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন সে অঞ্চল অনুপাতে দাওয়াত ইলাল্লাহ ফরযে কিফায়া; কারন প্রতিটি অঞ্চলে দাওয়াত ও দাওয়াতের নানাবিধ তৎপরতা বিদ্যমান থাকা জরুরী। যদি কোন অঞ্চলে প্রয়োজনীতা অনুপাতে যথেষ্ট পরিমানে লোক দাওয়াতি কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাহলে সে অঞ্চলে বসবাসকারী অন্যান্য লোকের উপর থেকে আবশ্যকীয়তা উঠে যাবে। আর যদি সে অঞ্চলে দাওয়াতি কোনো তৎপরতাই না থাকে, কেউই এ দায়িত্বে গুরুত্ব না দেয়, তাহলে সকলেই অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে।সাথে সাথে দাওয়াতিকর্ম সকলের উপরই ফরয
হিসাবে বর্তাবে, সকলকেই সামর্থ্য অনুযায়ী দাওয়াতী কাজের সাথে নিজেকে জড়াতে হবে।
বর্তমান যুগে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য দাওয়াতি কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন, যা আমাদের পূর্বেকার লোকেদের জন্য ছিল না। আজকের যুগে ইসলাম প্রচার, দাওয়াতকর্ম পরিচালনা ও মানুষের কাছে দলিল প্রমান উপস্থাপন অনেক দিক দিয়েই সহজ।বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের কারনে দাওয়াত ও প্রচারকর্ম সহজ হয়ে গিয়েছে।একাজে বর্তমানে রেডিও, টেলিভশন, সংবাদপত্রসহ নানা মাধ্যমের সাহায্যে অতি সহজে কর্মে অগ্রগতি সাধন করা যায়। অতএব জ্ঞানবান, ঈমানদার ব্যক্তিবর্গদের উপর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ কাজে আত্মনিয়োগ করা, পরস্পর কাধে কাধ মিলিয়ে আল্লাহর বার্তা তার বান্দার নিকট পৌছে দেওয়া। এ দায়িত্ব পালনকালে ছোট বড় ধনী গরিব কোনো ভেদাভেদ না করা।বরং আল্লাহর হুকুম যেভাবে আল্লাহ অবতীর্ন করেছেন, যেভাবে প্রবর্তন করেছেন সেভাবেই তার বান্দাদের নিকট পৌছে দেওয়া।
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে আপনার রাস্তায় উত্তম ভাবে দাওয়াত দেয়ার তৌফিক দিন।আমাদের সকলকে দ্বীনের বিশুদ্ধ ফিকহ তথা বুঝ দান করুন।দ্বীনের উপর অবিচল রাখুন। আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্ত ও হিদায়াতের পথপ্রদর্শক-নেককাজকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। নিশ্চয় আপনি বড় দয়ালু, মহান দাতা।
সলাত ও সালাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ সা., তার সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত যারা উত্তমভাবে তার অনুসরণ করবে তাদের সকলের উপর।
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.